পিয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিতি:

পিয়াজ বাংলাদেশের একটি অন্যতম মসলা জাতীয় ফসল। আর পিয়াজ এর রোগ ও পোকামাকড়ের মধ্যে পার্পল ব্লচ রোগ অন্যতম। এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। *Alternaria porri* নামক ছত্রাকের কারণে এই রোগ হয়। এই রোগের জীবানু বায়ু ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং এরা শস্য অবশিষ্টাংশ ও মাটিতে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

ক্ষতির লক্ষণঃ

এই রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় পানি ভেজা ছোট দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে এই দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ডিম্বাকার তামাটে, বাদামি, বা হালকা বেগুনী রংঙের কয়েক সেমি. বড় ফুস্কুরি বা ব্লচে পরিনত হয়। ফুস্কুরিগুলোতে হালকা এবং গাঢ় রং এর রিং দেখা যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো উপর থেকে মরে আসে এবং একসময় পাতা/ গাছগুলো ভেঙ্গে যায়। বয়স্ক পাতা এই রোগের প্রতি বেশী সংবেদনশীল।

ছবি: রোগ আক্রান্ত গাছ।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা:

১। রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।
২। অতি ঘন করে পেয়াজের চারা রোপন করা যাবে না।
৩। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ধ্বংস করতে হবে।
৪। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৫। জমিতে শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
৬। পাতায় দাগ দেখার সাথে সাথে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন বেন্ডাজিম ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার বা বাইজিম ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার অথবা আইপ্রোডাইওয়ান (৩৫%) +কার্বেন্ডাজিম (১৭.৫%) গ্রুপের হামা ৫২.৫ ডব্লিউপি ১.৫ গ্রাম/লিটার বা মিম ৫২.৫ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার অথবা ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের স্কোর ২৫০ ইসি .৫ মিলি./লি বা রফেনন ২৫ ইসি .৫ মিলি./লি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের সালকক্স ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার অথবা আইপ্রোডাইওয়ান গ্রুপের রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার হারে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রেয়ার মেশিনের সাহায্যে জমির সমস্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

আরো তথ্যেরজন্য:
পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন